নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রেস ব্রিফিং – ০৫-০৪-০৭, বৃহস্পতিবার।

নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের খসড়া সুপারিশমালা

নির্বাচন কমিশন যে সংস্কার প্রস্তাবগুলোর খসড়া প্রস্তুত করেছে তা পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে পৃথক পৃথক শিরোনামে বর্ণনা করা হল।

(ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর সংশোধনীসমূহ

২। নিম্নে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশ্লিষ্ট সংশোধনীগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

(১) কেবল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের মাধ্যমে বা স্বতন্ত্র ভিত্তিতে প্রার্থীতার সুযোগ: বর্তমানে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়টি ঐচ্ছিক। বর্তমানে যে কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীগণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা সমীচীন বলে মনে করে। সেক্ষেত্রে নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীগণ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের যোগ্যতা পৃথকভাবে নিরূপণ করতে হবে। সংসদ নির্বাচনে অনেক সময় ডামি প্রার্থীরূপে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং এরূপ ডামি প্রার্থীর মাধ্যমে নির্বাচনের পরিবেশ ক্ষুণ্ন হয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এ প্রবণতা রোধ করা দরকার।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন :

(ক) নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন ছাড়া কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(খ) তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না এবং কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিলে মনোনয়ন পত্রের সাথে উক্ত নির্বাচনী এলাকার ১% ভোটারের সমর্থনসূচক ও স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা জমা দিতে হবে। অন্যথায় তিনি প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(গ) ভবিষ্যতে, নিবন্ধনের শর্ত বলবৎ হওয়ার পর, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীদের তিন বছরের অধিককাল কোন দলের সদস্য না থাকলে নির্বাচনে ঐ দলের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হবে না এরূপ শর্তও সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তবে নিবন্ধনের মেয়াদ তিন বছরের অধিক না হলে তা প্রযোজ্য হবে না।

(২) অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২-তে প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে বিধানাবলী রয়েছে। সম্প্রতিকালে দেখা গেছে, সরকারী/বিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার সাথে সাথে বা চাকুরী ছেড়ে দেয়ার পর পরই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছেন। এতে স্বার্থের সংঘাতমুলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যমান আইনে এ ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ না থাকায় এর প্রতিবিধানের জন্য আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর অথবা এরূপ প্রতিষ্ঠানের কোন পদে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত থাকলে চুক্তির মেয়াদ শেষ

হওয়ার পরবর্তী দিন থেকে কমপক্ষে তিন বছর অতিবাহিত না হলে কেউ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

(৩) এনজিও-র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ: বিদেশী অনুদান বা তহবিল গ্রহণকারী এনজিওর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো স্বার্থের সংঘাতমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। বর্তমানে এদের নির্বাচন অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা-নিষেধ নেই। তাই কমিশন এরূপ এনজিওসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমিত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: বিদেশী অনুদান বা তহবিল গ্রহণকারী এনজিওর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণের বা তার চাকুরী শেষ হওয়ার পরবর্তী দিন থেকে কম পক্ষে তিন বছর অতিবাহিত না হলে কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(৪) ঋণখেলাপীদের সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য করণ সংক্রান্ত বিধান সুস্পষ্ট করণ: বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ঋণখেলাপীগণ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যমান আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঋণখেলাপীগণ বিগত নির্বাচনগুলিতে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে আরপিও-র অনুচ্ছেদ ১২-এর (১)(বি)(এ)-প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে কোন ঋণ বা ঋণের কিস্তি প্রদানে খেলাপী কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের ব্যাংকের সিআইবি-র তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়। এ তথ্য সব সময় হালনাগাদ থাকে না, তাছাড়া এ তথ্য সেকেন্ডারী। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণপ্রদানকারী ব্যাংকসমূহ থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ব্যাংকের বুক অব একাউন্টসে যিনি এক বছর পূর্বে খেলাপী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে তিনিই খেলাপী। তাছাড়া, ইতোপূর্বে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেই ঋণখেলাপী বলে গণ্য করা হত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ এ আদেশের আওতাভুক্ত ছিল না। একারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও এ আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন:

(ক) মনোনয়ন পত্র দাখিল করার ১(এক) বছর পূর্বেকার তারিখ থেকে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখায় রক্ষিত বুকস্ অব একাউন্টস্ অনুযায়ী ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধিত থাকতে হবে। অন্যথায় তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(খ) ঋণখেলাপী বলতে ঋণগ্রহীতার পাশপাশি উক্ত ঋণের জামিনদার ও বন্ধকদাতাকেও বোঝাবে।

(গ) সংশোধিত আইনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণবহনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(৫) সেবা মূলক সংস্থার বিল খেলাপী: বিদ্যমান আইনে এরূপ সংস্থার বিল বকেয়া থাকলে তা প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণে কোনরূপ মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হয় না। বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রার্থী বা বিগত সংসদ সদস্যদের নিকট এরূপ সংস্থাসমূহের বিপুল পরিমাণ বিল অপরিশোধিত থাকে, যা আদায় করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। বস্তুতঃ দেশের আইন প্রণেতাদের আচরণ অন্যদের কাছে দৃষ্টান্তমূলক হওয়া সমীচীন বিধায় প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবিষয়ে বিধান সংযোজন করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৩(তিন) মাস আগেকার পর্যন্ত পরিশোধযোগ্য বিল অপরিশোধিত থাকলে অনুরূপ বিলখেলাপী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

(৬) একাধিক আসনে প্রার্থীতা সংক্রান্ত: বাংলাদেশের সংবিধানে ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক আসনে প্রার্থী হতে পারবেন। আরপিও-তে সর্বোচ্চ পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ রাখা হয়েছে। অতীতে দেখা গেছে, অনেক প্রার্থী একের অধিক, এমন কি, সর্বোচ্চ ৫টি আসনে প্রার্থী হয়েছেন। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক আসনে নির্বাচিত হলে পরবর্তীতে সংবিধানের ৭১(২)(ক) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তাঁকে ১টি মাত্র আসন রেখে বাকী সবগুলো আসন ছেড়ে দিতে হয়। তিনি ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথেই আসনগুলোতে পুনঃনির্বাচন করতে হয়। এ সকল পুনঃনির্বাচনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোচ্চ তিনটি আসনে প্রার্থীতার সুযোগ রেখে আইন সংশোধনের প্রস্তাব

করতে যাচ্ছে। তাছাড়া, কমিশন পুনঃনির্বাচনের সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি অংশ এরূপ প্রার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা সমীচীন বলে মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন:

ক) কোন ব্যক্তি একই সময়ে ৩টির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

খ) একাধিক আসনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করলে অতিরিক্ত প্রতিটি আসনের জন্য ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা জমা দিতে হবে এবং জয়লাভ করে এরূপ আসন ছেড়ে দিলে এ জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৭) মনোনয়ন পত্র গ্রহণ বা বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনের আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা: বর্তমানে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র গৃহীত হওয়ার পর কেউ সংক্ষুব্ধ হলেও আপীল করতে পারেন না, তবে প্রার্থীতা বাতিলের বিরুদ্ধে কমিশনে আপীল দায়ের করা যায়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য প্রার্থীতা গ্রহণ/বাতিল উভয় ক্ষেত্রে আপীল বিবেচনার এখতিয়ার কমিশনের থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া শুধু প্রার্থী নন, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও এরূপ আপীলের সুযোগ দেয়া সমীচীন। বর্তমানে রিটানিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি লিপিবদ্ধ করেন। গ্রহণ বা বাতিল উভয় ক্ষেত্রে এরূপ যুক্তি পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা সমীচীন।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন:

(ক) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়ন পত্র *গৃহীত* বা বাতিল হলে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বরাবর আপীল করা যাবে। রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কোন প্রার্থী বা ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সেবা প্রদানকারী সংস্থা যদি সংক্ষুব্ধ হন, তবে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নিকট *আপীল* করতে পারবেন।

(খ) মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সপক্ষে রিটার্নিং অফিসার তাঁর যুক্তি/মতামত আদেশে লিপিবদ্ধ করবেন।

(গ) আপীল করা হলে অনুরূপ আপীলের ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বা আপীলের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার কোন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত ঘোষণা করতে পারবেন না।

(৮) প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের গণনার ফলাফল প্রকাশ ও পোলিং এজেন্টদের সংখ্যা সীমিতকরণ: বর্তমানে প্রার্থীগণ এক একটি ভোটকেন্দ্রে একটি বুথে সর্বোচ্চ দুজন এবং একাধিক বুথ থাকলে সর্বোচ্চ পাঁচজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন। এ সংখ্যা কমিয়ে চারে নামানোর যৌক্তিকতা অনুভূত হচ্ছে। তাছাড়া, ভোটকেন্দ্রের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করা না হলে অনেক সময় আপত্তি উত্থাপন করা হয়। বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ভোটকেন্দ্রের ফলাফল সেখানেই প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি ভোট গণনাকালে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের ভোট গণনার কাজ পর্যবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করা সমীচীন বিবেচিত হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন:

(ক) একটি বুথে সর্বোচ্চ দুজন এবং সার্বিকভাবে কোন ভোট কেন্দ্রে সর্বোচ্চ চার জনের বেশি পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করা যাবে না।

(খ) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের ভোট গণনার কাজ পর্যবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করবেন এবং কেন্দ্রের ফলাফল এজেন্টদের হস্তান্তরের পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রের দেয়ালে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৯) জামানত বাজেয়াপ্ত: নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর জামানত হিসেবে প্রার্থীর জমাকৃত অর্থ জমাকারী ব্যক্তি বা তাঁর আইনগত প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেয়া হয়। বর্তমানে আইনে কোন প্রার্থী নির্বাচনী এলাকার সর্বমোট ভোটের এক অষ্টমাংশের কম ভোট পেলে তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ সীমা কিছুটা বৃদ্ধি করা সঙ্গত বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: কোন প্রার্থী নির্বাচনী এলাকার প্রদত্ত সর্বমোট ভোটের এক পঞ্চমাংশের কম ভোট পেলে জামানত (টাকা ১০,০০০/-) বাজেয়াপ্ত হবে।

(১০) প্রার্থীর নির্বাচনী আয়ের উৎস: বর্তমান আইনে কোন প্রার্থীকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন থেকে ৭ দিনের মধ্যে সম্ভাব্য আয়ের উৎস সম্পর্কে বিবৃতি জমা দিতে হয়। অতীতে দেখা গেছে, কোন কোন প্রার্থী তা জমা দিতে গড়িমসি করেছেন। তাই এটি মনোনয়নপত্রের সাথেই জমা নেয়ার বিধান করা সমীচীন। সেই সাথে তিনি যদি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি কারো কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করবেন বলে প্রত্যয় করে। তাহলে এরূপ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের আয়ের উৎসের বিবরণ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: প্রত্যেক প্রার্থীকে তাঁর নির্বাচনী খরচ নির্বাহ করার জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎস সম্পর্কিত একটি বিবরণী মনোনয়ন পত্রের সাথে নির্ধারিত ফরমে জমা দিতে হবে। একই সাথে স্বীয় আয়ের বাইরে যে সকল উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে সে সব সকলের আয়ের উৎস সংক্রান্ত তথ্যও দিতে হবে।

(১১) বিদেশী সূত্র বা রাষ্ট্র থেকে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ: রাজনৈতিক দল সমূহ নির্বাচনে যে অর্থ ব্যয় করেন, সে অর্থ আয়ের উৎস সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা সমীচীন বলে কমিশিন মনে করে। আরও, কোন উৎস হতে চাঁদা পাওয়া গেলে তা প্রার্থীদের জানানোর নির্দেশনা দেয়া দরকার এবং বাংলাদেশী বা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নন এমন কারো কাছ থেকে চাঁদা/অনুদান গ্রহণ আইনসঙ্গত বিবেচনা করা সমীচীন হবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নয় এমন কারো নিকট হতে বা কোন বিদেশী সংস্থা বা রাষ্ট্রের নিকট হতে কোন অনুদান বা ফান্ড গ্রহণ করতে পারবে না।

(১২) রাজনৈতিক দলের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের বিবরণী: বর্তমান আইন অনুযায়ী সকল রাজনৈতিক দলকে সকল আসনের বিপরীতে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের বিবরণী পৃথক পৃথকভাবে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পেশ করতে হয়, তবে সার্বিকভাবে নির্বাচন কমিশনে এরূপ ব্যয়ের বিবরণ পাঠাতে হয় না। এরূপ বিবরণ কমিশনে দাখিল করার নিয়ম প্রচলন করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: রাজনৈতিক দলের মহা-সচিবের স্বাক্ষরে নির্ধারিত ফরমে উক্ত রাজনৈতিক দলের সকল নির্বাচনী আসনের সার্বিক ব্যয়ের বিবরণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

(১৩) নির্বাচনী দলিল দস্তাবেজ পরিদর্শন: কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দলিলাদি প্রার্থীদের কাছ থেকে হলফনামার মাধ্যমে গ্রহণ এবং এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করার পাশাপাশি তথ্য গোপন বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করার জন্য দণ্ড আরোপ করা সমীচীন মনে করে। নতুনভাবে প্রস্তাবিত এ বিধানে অনুরূপ তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রার্থীর দাখিলকৃত বিবরণী, রিটার্ণ এবং দলিল দস্তাবেজ প্রকাশ করা হবে। যদি কেউ মনোনয়ন পত্রের সাথে ভুল তথ্য প্রদান করেন বা আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীতে ভুল তথ্য প্রদান করেন এবং তা সনাক্ত করা যায় তবে সংশ্লিষ্ট সংসদের সদস্য পদ বাতিল করার প্রস্তাব করা হবে।

(১৪) নির্বাচনী মামলা: নির্বাচনী মামলা নিস্পত্তিতে বর্তমানে বহু সময় লেগে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, এ বিলম্বের কারণে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী বিচার প্রক্রিয়ায় এমন সময়ে প্রতিকার পান, যখন তার তাৎপর্যই হরিয়ে যায়। এ সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে নির্বাচনী মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করে নতুন বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করা হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন:

ক)	নির্বাচনী মামলা দাখিলের তারিখ হতে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সকল নির্বাচনী মামলার নিস্পত্তি করতে হবে এবং হাইকোর্টের বেঞ্চ পুনর্গঠন করা হলেও এ সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে না। হাইকোর্ট এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ গঠন করতে পারবে।

খ)	হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে লীভ টু আপীল দায়ের হলে আপীল বিভাগ তা দাখিলের তারিখ হতে ২ (দুই) মাসের মধ্যে এবং লীভ টু আপীল মঞ্জুর হওয়ার তারিখ হতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করবেন।

(গ)	অন্য আইনে যেরূপ বিধানই থাকুক না কেন, মামলা প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে এ আইনের বিধানাবলীকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

(১৫) <u>রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য শর্তাবলী</u>: রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করায় একাধিক সংশোধনী আনয়ন করতে হবে। এ সব সংশোধনীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, আয়-ব্যয়ের হিসাবে স্বচ্ছতা আনয়নসহ জনগনের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন:

(ক)	<u>নিবন্ধনের শর্তাবলী</u>: বিদ্যমান রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত যে কোন সংসদে উক্ত রাজনৈতিক দলের সদস্য অন্ততঃ পক্ষে একটি আসন লাভ করার প্রমাণ বা তা না হলে সর্বশেষ নির্বাচনে উক্ত দল কর্তৃক বা সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের ২% ভোট প্রাপ্তি;

অথবা

এ শর্ত পূরণ করে না এমন রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে: (১) রাজনৈতিক দলের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অফিস থাকতে বিশেষভাবে বাংলাদেশের অর্ধেক জেলায় এবং জেলাগুলোর আওতাধীন উপজেলায় কার্যকরী কমিটি ও অফিস থাকতে হবে; (২) জেলাগুলোতে কমপক্ষে এক হাজার এবং উপজেলাগুলোতে দুইশত করে সদস্য থাকতে হবে এবং সদস্যদের নিবন্ধিত হতে হবে;

(খ)	নিবন্ধনের জন্য রাজনৈতিক দলকে আবেদন পত্রের সাথে অন্যান্য তথ্যসহ নিম্নোক্ত তথ্যগুলোও প্রদান করতে হবে:

(১)	ব্যাংক একাউন্টের তথ্য: রাজনৈতিক দলের নামে পরিচালিত ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য (নাম ও নম্বরসহ), দেশের বাইরে অবস্থিত ব্যাংকের নাম ও একাউন্ট নম্বরও (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে;

(২)	আয়ের উৎস: দলের তহবিলের আয়ের বিশদ উৎস জানাতে হবে।

(গ)	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী ইস্তেহার: দরখাস্তের সাথে রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রের অনুলিপি প্রদান করতে হবে। সেই সাথে নির্বাচনী ইস্তেহারের (Election manifesto) অনুলিপি দিতে হবে। গঠনতন্ত্রে এই মর্মে বিশেষ বিধান থাকতে হবে যে, দল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করে এবং তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখন্ডতা সমুন্নত রাখবে।

(ঘ)	দলের আভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা: প্রত্যেক নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে তাদের জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির/সংগঠনের (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান থাকতে হবে এবং উক্ত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জাতীয়/স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্য নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয়/নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা: প্রতিটি নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলকে তাদের গঠনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সম্মেলন (যে নামে অভিহিত হোক না কেন) নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করতে হবে।

(চ) অডিট: প্রত্যেক নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলকে প্রতি বছর তাদের হিসাব স্বীকৃত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করাতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পেশ করতে হবে।

(ছ) অনিবন্ধনকৃত দলের সাথে জোট গঠনে বাধা: নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন অনিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলের সাথে জোট করতে পারবে না।

(ঝ) কোন রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত প্রার্থী কোন অনিবন্ধিত দলে যোগদান করলে তা ঐ অনিবন্ধিত দলের নিবন্ধনের যোগ্যতা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ঞ) নিবন্ধন বাতিল: নিবন্ধনকৃত কোন রাজনৈতিক দল যদি অবলুপ্ত হয় বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে একত্রীভূত হয় এবং যদি আদেশের সংশ্লিষ্ট অংশের বিধানবলী ভঙ্গ করে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল হবে।

(১৬) <u>রাজনৈতিক দলকে প্রদত্ত দান বা উপঢৌকনকে কর মওকুফ সুবিধা প্রদান :</u> রাজনৈতিক দলের পরিচালনার জন্য যে তহবিল প্রয়োজন তাতে সদস্যদের দান অনুদানের বিষয়টি আকর্ষণীয় করার জন্য প্রণোদনা দেয়া সমীচীন।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: রাজনৈতিক দলের তহবিল সংগ্রহ সহজ করার জন্য রাজনৈতিক দলকে প্রদত্ত দান-অনুদান কর মওকুফ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করা হবে।

(১৭) <u>গুরুতর নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশন-কে প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান</u>: ২০০১ সালে আরপিও সংশোধন করে গুরুতর নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশন-কে প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। তবে অল্প কিছুদিন পরে এ বিধান বিলুপ্ত করা হয়। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্রার্থীগণ কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান উপেক্ষা করে গুরুতর নির্বাচনী অপরাধ সংঘটিত করছেন। এ সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য কমিশনের প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে উক্ত বিধান পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব করা হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: গুরুতর নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশন-কে প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান করার প্রস্তাব করা হবে।

(১৮) <u>লাভজনক পদের সংজ্ঞায় সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনারদের অন্তর্ভুক্ত করা:</u> ১৯৯৬ সালে সিটি কর্পোরেশনের এডমিনিষ্ট্রেটর/ডেপুটি এডমিনিষ্ট্রেটরসহ ওয়ার্ড কমিশনারগণ ঐ পদে থাকাকালে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত গণ্য হবে না মর্মে এক সংশোধনী আনা হয়েছিল। এর তাৎপর্য এই যে, অনুরূপ পদে থাকাকালীন সময়ে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্য থাকবেন। উক্ত সংশোধনীর বর্তমানে কোন তাৎপর্য নেই।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: উক্ত বিধান বাতিল করার প্রস্তাব করা হবে।

(১৯) <u>নির্বাচনী অপরাধের শাস্তি সংক্রান্ত বিধানাবলী</u>: নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচনী আইনের বিধিবিধান প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য দণ্ডের বিধানগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। তাছাড়া, গুরুতর বিবেচিত অপরাধের জন্য কমিশন কঠোর দণ্ড আরোপের যৌক্তিকতা অনুভব করে বিধায় প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে প্রদানের সুপারিশ করবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: নির্বাচনী আইনের জন্য শাস্তির পরিমাণ সংশোধন করা হবে এবং তা হবে ন্যূনতম টাকা ২০,০০০/-এবং সর্বোচ্চ টাকা ১,০০,০০০/-। তাছাড়া, কমিশন অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রার্থীতা নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে প্রদানেরও সুপারিশ করবে।

(২০) অন্যান্য সংশোধন: বর্তমান আইনে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত নন বলে গণ্য করা হয়। তাতে স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। আইন সংশোধন করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। অর্থাৎ এ দুটি পদ লাভজনক গণ্য করা হবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: আইনে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বিষয় উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করা হবে।

(খ) নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২

৩। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর প্রস্তাবিত সংশোধনের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২-এর সংশ্লিষ্ট অংশে সংশোধনী আনয়ন করা প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:

নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার যে সকল ফরম রয়েছে তা প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করতে হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন:

(ক) হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলার রায়ের উপর ভিত্তি করে আটটি তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সংযোজন করে মনোনয়ন পত্র (ফরম-১) সংশোধন করা হবে।

(খ) মনোনয়ন পত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে।

(গ) নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ এ বিধি ৯এ বর্তমানে ১৫০টি প্রতীক রয়েছে। তার মধ্যে ক্রমিক নং ১৮-এ উল্লিখিত 'বই' (Book) ও ক্রমিক নং ২৭-এ উল্লিখিত 'উট' (Camel) বাদ দেয়া।

(ঘ) বিধিমালার ২০ বিধিতে আপত্তিকারী প্রত্যেক প্রার্থী বা তার পোলিং এজেন্ট প্রত্যেক আপত্তির জন্য প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নগদ ৫ (পাঁচ) টাকা জমা দেয়ার ব্যবস্থা। বর্তমানে তা ২ (দুই) টাকা আছে।

(গ) রাজনৈতিক দলের নিবন্ধীকরণ বিধিমালার সংশোধনী

৪। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯০এ-তে নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের উল্লেখ রয়েছে। পরে উক্ত আইনের আওতায় নির্বাচন কমিশন (রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা, ২০০১ প্রণীত হয়। এ বিধিমালার ফরমও সংশোধিত আইনের আলোকে পরিবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/পরিবর্তন: নিবন্ধন বিধিমালায় কিছু ফরম প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা হবে।

অতিরিক্ত তথ্য:

৫। উপরে বর্ণিত মূল আইন/বিধিমালা (সর্বশেষ সংশোধনীসহ) ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রেসরিলিজটিও উক্ত সাইটে প্রকাশ করা হবে। আগ্রহীগণ নিম্নবর্ণিত ঠিকানা থেকে সেগুলো ডাউনলোড করতে পারেন:

ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২: http://www.ecs.gov.bd/handbook/RPO%201972.pdf

খ) নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২:
http://www.ecs.gov.bd/handbook/con-elec-rules.pdf

গ) রাজনৈতিক দলের নিবন্ধীকরণ বিধিমালা, ২০০১:
http://www.ecs.gov.bd/handbook/ec(ppr)%20rules%202001.pdf

ঘ) এ প্রেসরিলিজ: নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (http://www.ecs.gov.bd) থেকে প্রেস রিলিজ লিঙ্ক ক্লিক করে রিসোর্স শীর্ষক পেজ থেকে ডাউনলোড করুন।

স্বাক্ষরিত/-
০৫/০৪/২০০৭
এস এম আসাদুজ্জামান
জনসংযোগ কর্মকর্তা (সি.সি)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ঢাকা